# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন


### নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Afsar Ali Molla (old name) S/o. Late Gazi Rahaman Mollah, R/o. Singhati, Ghateswar, Dhubulia, Nadia-741154, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Afsar Ali Molla নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Afsar Ali Mollah (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Afsar Ali Mollah & Afsar Ali Molla S/o. Late Gazi Rahaman Mollah, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sahanaj Begum.

### নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Noorjahan Begum (old name) W/o. Late Sk Syed Ali, R/o. Shyamsundar, Raina, Purba Bardhaman-713424, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Noorjahan Begum নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nurjahan Begum (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Nurjahan Begum & Noorjahan Begum W/o. Late Sk Syed Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Rafikul Islam.

### নাম-পদবী

আমি Paromita Mondal D/o. Raju Mondal গত ইং ১১/০৯/২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sk Parvin নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৪/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগালী, চুঁচুড়া কোর্টে ৬৫৮০ নং এফিডেভিট বলে Sk Parvin ও Paromita Mondal D/o. Raju Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rumi Ghosh (old name), W/o. Gouranga Nandi, D/o. Asim Kumar Ghosh, R/o. Thaipara, Sarai, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rumi Ghosh বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rumi Nandi (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Rumi Nandi & Rumi Ghosh W/o. Gouranga Nandi, D/o. Asim Kumar Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

আমি রহিদ আলিসেখ আমার পুত্র কাজল সেখ তার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডে আমার নাম Rohid Shaikh আছে। ২৩/১২/২৫ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে আমি Rahid Ali Sekh ও Rohid Shaikh ও আমার পুত্র Kajal Sekh ও Kajal Shaikh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী প্রমিলা সরকার** স্বামী ৺দুলাল সরকার, **২)শ্রীমতী পূর্ণিমা হালদার ওরফে পূর্ণিমা সরকার** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ হালদার, **৩)শ্রীমতী রুমা মাহাতো ওরফে রুমা সরকার** স্বামী শ্রী ভোলানাথ মাহাতো, **৪)শ্রীমতী আনন্দ মালো ওরফে আনন্দ সরকার,** পিতা শ্রী দুলাল সরকার, সকলের সাকিম ভেজনপুর, সরাই, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03327/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী বরুন দাস,** পিতা আনন্দ দাস, সাকিম পাণ্ডুয়া কামারপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পাণ্ডুয়া, ১০৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৭৪৯, ৯৭৬৩, ৯৭৪৭ ও ৯৭৪৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৩ নং দাগে ভিটি জমি ২ কাঠা বা ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ৩০/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06927/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **অনুপম মাইতি,** পিতা শ্রী অমৃত মাইতি, সাকিম ঝুমঝুমি, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১৩০১, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। যাহা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **অনুপম মাইতি,** পিতা শ্রী অমৃত মাইতি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী বরুন দাস (আমমোক্তার)**

### শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৫ ই মার্চ। ২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। দ্বিতীয়া তিথি, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ , সকাল ৮ /২৬ র পরে একপাদ পাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

**বৃষ রাশি :** শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

**মিথুন রাশি :** পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

**কর্কট রাশি :** আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**সিংহ রাশি :** ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**কন্যা রাশি :** সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

**তুলা রাশি :** বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

**বৃশ্চিক রাশি :** মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**ধনু রাশি :** কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**মকর রাশি ।** এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

**কুম্ভ রাশি ।** স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

**মীন রাশি ।** সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**(আজ শুভ কর্ম শান্তিস্বস্তায়ন, গাত্রহরিদ্রা, অব্যূড়ান্ন, নামকরন, বাহন ক্রয় বিক্রয় । বিপন্যারম্ভ।)**

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## রাজ্যে পালাবদলের ডাক বিজেপির, তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ বিজেপি রাজ্য সভাপতির

# এখন দুষ্কৃতী আর শাসকদল সমার্থক হয়ে উঠেছে: শমীক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ্যে আসার আগেই আক্রমণাত্মক সুরে রাজ্য রাজনীতির মঞ্চে উঠলেন শমীক ভট্টাচার্য। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একাধিক প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ তুলে ধরেন। দাবি করেন, ২ মার্চ রায়দিঘির সভা থেকে অমিত শাহ যে বার্তা দিয়েছেন, তা কার্যকর হবে ক্ষমতায় এলে। তাঁর কথায়, সরকার গঠন হলে সপ্তম বেতন কমিশন দ্রুত চালু করা হবে। শূন্যপদ পূরণে স্বচ্ছ নিয়োগ শুরু হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই।



পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা বৃদ্ধি নিয়েও আশ্বাস দেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করে শমীক বলেন, ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল বাংলার জন্য লজ্জার। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ প্রশাসন। একাধিক জেলায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে তিনি মন্তব্য করেন, এখন দুষ্কৃতী আর শাসকদল সমার্থক হয়ে উঠেছে।

আসন্ন 'পরিবর্তন যাত্রা' প্রসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, এরপর একযোগে নয়টি স্থানে কর্মসূচি শুরু হবে, বৃহত্তর কলকাতায় বহু কেন্দ্রে ট্যাবলো নামবে। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভাগাভাগির ফাঁদে পা দেবেন না নাগরিকেরা। প্রশাসনিক মহলের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়ে শমীকের সংযোজন, কয়েক মাস পর পরিস্থিতি বদলাতে পারে, তাই দায়িত্ব পালন করুন নিরপেক্ষভাবে। রাজনৈতিক তরজা যে ক্রমেই তীব্র হচ্ছে, এদিনের বক্তব্যে তা স্পষ্ট।

# পরিবর্তন যাত্রায় বিজেপির তারকা সমাবেশ, জেলায় জেলায় সভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ২৬-এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্যে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে একাধিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজ ৫ মার্চ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধারাবাহিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিন শীর্ষ নেতা। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে জনসভায় ভাষণ দেবেন। দলীয় সূত্রে দাবি, মহিলা সুরক্ষা ও সামাজিক প্রকল্প নিয়েই তিনি মূলত বক্তব্য রাখবেন। সন্ধ্যায় তাঁর ফেরার কথা।



একই দিনে প্রাক্তন ঝাড়খণ্ড মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা আসানসোলের বুধা ময়দানে সমাবেশে যোগ দেবেন। স্থানীয় নেতৃত্বের কথায়, শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থান ও উন্নয়নই হবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ উত্তরবঙ্গ সফরে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মসূচিতে থাকবেন। শিলিগুড়ির বৈঠকে চা পর্ষদের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন বলেও জানা গিয়েছে। বিকেলে শীতলকুচিতে তাঁর জনসভা নির্ধারিত। দলীয় মুখ পাত্রের ভাষায়, পরিবর্তনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই এই নিবিড় সফরসূচি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বহিরাগত নেতাদের উপস্থিতি সংগঠনের কর্মীদের উজ্জীবিত করতেই কৌশলগত পদক্ষেপ।

# ভোটের আগে প্রস্তুতিতে গাফিলতি, তোপের মুখে দুই জেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট ঘিরে জোর প্রস্তুতির বার্তা দিলেও বাস্তবে চিত্র ভিন্ন; এমনই ইঙ্গিত মিলেছে সাম্প্রতিক পর্যালোচনা বৈঠকে। ভারতের নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার প্রস্তুতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র উপস্থিতিতে জেলাগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠক সূত্রের দাবি, প্রেজেন্টেশনে একাধিক মৌলিক তথ্য অনুপস্থিত ছিল। বুথ ব্যবস্থাপনা থেকে নিরাপত্তা; কোনও ক্ষেত্রেই স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়নি। কমিশনের এক শীর্ষকর্তা নাকি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, যথাযথ প্রস্তুতি না থাকলে বৈঠকে অংশ নেওয়ার অর্থ কী? বিশেষ করে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট সংরক্ষণ, বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা এবং সংবেদনশীল বুথ চিহ্নিতকরণে ঘাটতি ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও তথ্য হালনাগাদ সংক্রান্ত



বিষয়ে এই দুই জেলার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি দল রাজ্যে আসার কথা। সেই সফরের আগে প্রশাসনিক খামতি মেরামত না হলে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলছে। ভোটের প্রাক্কালে এই বার্তা যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য।

# সবং কলেজ বিতর্কে মানস ভুঁইয়াকে আক্রমণ সুকান্তর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়-এ নবীনবরণ অনুষ্ঠান ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের উদ্দেশে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনাকে সামনে এনে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তর দাবি, অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের মর্যাদা নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে এবং অধ্যক্ষকে প্রকাশ্যে ধমক দেওয়া হয়েছে। এমনকী ছাত্রছাত্রীদের একাংশ বক্তব্য না শুনে চলে যাওয়ায় পুলিশি পদক্ষেপের ইঙ্গিতও নাকি দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভয় দেখানো এবং শিক্ষকদের হেয় করা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এটা কেবল একটি কলেজের ঘটনা নয়, গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আঘাত। তাঁর আরও অভিযোগ, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক প্রভাবের



কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। পরিচালন ব্যবস্থায় এমন ব্যক্তিদের বসানো হয়েছে, যাঁরা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছেন। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার বক্তব্য নিয়ে অবশ্য সরকারি স্তরে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে শিক্ষা মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে।

# এক ভোটার, দুই কেন্দ্র, তদন্তে সিইও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটার তালিকা সংশোধনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশিত চূড়ান্ত নথিতেই ধরা পড়ল বিস্ময়কর ত্রুটি। একই ব্যক্তির নাম মিলেছে দুই পৃথক বিধানসভা কেন্দ্রে। একটি উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর, অন্যটি উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর। বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সিইও দপ্তর।



সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট ভোটার ও তাঁর পিতার পরিচয় দুই জায়গাতেই অভিন্ন। কেবল বয়সে সামান্য অমিল রয়েছে। উল্লেখযোগ্য, প্রাথমিক পর্যায়েই ওই ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও শুনানি ও যাচাই-বাছাই পর্ব পেরিয়ে কীভাবে দু'টি কেন্দ্রে নাম বহাল রইল, সেই প্রশ্নেই দুই জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে বিশদ ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। নির্বাচনী মহলের এক কর্তার কথায়, ডুপ্লিকেট এন্ট্রি রোধ করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেখানে এমন গরমিল উদ্বেগজনক। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তালিকা ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে। বিরোধীদের দাবি, ব্যাপক অসংগতি থেকেই যাচ্ছে। যদিও কমিশনের অন্দরমহলের বক্তব্য, প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তথ্যপ্রমাণ মিললে সংশোধন অনিবার্য। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এই ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েই।

## ভাটপাড়ার বলরাম সরকার গঙ্গার ঘাটে নিখোঁজ চারজনের এখনও সন্ধান মেলেনি!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** মঙ্গলবার দোলের দিন বিকেলে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল গভর্মেন্টি কলোনির বাসিন্দা দুই যুবক এবং তাঁদের এক সম্পর্কের বোন ভাটপাড়া বলরাম সরকার গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমেছিল। তীব্র জলের স্রোতে তিনজনই গভীর জলে তলিয়ে যায়। তাঁদেরকে বাঁচাতে স্থানীয় এক কিশোর গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। কিন্তু ওই কিশোরও গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। জানা গেছে, নিখোঁজ দুই ভাই সৈকত নন্দী (৩২) ও সৌরভ নন্দী (২৭) এবং তাঁদের বোন দীপশিখা দাস রজক (২০)। কলকাতার হাতিবাগানের বাসিন্দা দীপশিখা মাদ্রালে নন্দী বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ওই তিনজনকে ডুবতে দেখে প্রাণ বাজি রেখে গঙ্গার ঝাঁপ দেয় সৌরভ সরকার নামে এক কিশোর। ভাটপাড়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ। ভাটপাড়া অমর কৃষ্ণ পাঠশালা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ



শ্রেণির ছাত্র ছিল সৌরভ। ওইদিন সন্ধেতে ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ চালানো হয়। ভাটপাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে বুধবার সকাল থেকে গঙ্গায় চারজনের খোঁজে তল্লাশি চালায় এনডিআরএফ অর্থাৎ জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর টিম। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ চারজনের সন্ধান মেলেনি।

## বাল্যবিবাহ রুখতে পাথরপ্রতিমায় পদযাত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা:** বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতার বার্তা দিতে পথে নামলেন সমাজকর্মীরা। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দিগম্বরপুর 'অঙ্গীকার হোম'-এর উদ্যোগে এই পদযাত্রা। ঢোলাহাট থানার সামনে থেকে সচেতনতা পদযাত্রার সূচনা হয়। এর উদ্বোধন করেন ঢোলাহাট থানার আইসি সুদীপ্ত দে। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং অঙ্গীকার হোমের কর্মীরা।

আইসি জানান, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এদিন পদযাত্রা মাদারপাড়া পোল, ভগবানপুর, চৌধুরীর চক, উত্তরাবাদ, বাহির চক, বৈদ্যের মোড়, মিলনমোড়, বৈরাগীর মোড়, ইন্দিরা মোড় হয়ে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত যায়। পথচলতি সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেন উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের দাবি, বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসন ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগই একমাত্র পথ।



*নিশ্চিন্দা বসন্ত উৎসব এবার ২০তম বর্ষে পদার্পণ করল। ২২ ফেব্রুয়ারিতে সারা দিন বসে আঁকো ও আলপনা প্রতিযোগিতা এবং স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অংশগ্রহণ করেন রামপুরহাট, কৃষ্ণনগর, ত্রিবেণী, শেওড়াফুলি, চন্দননগর, সোদপুর, ডানকুনি ও লিলুয়া থেকে আসা অসংখ্য প্রতিযোগী। উপস্থিত ছিলেন মানিক কাণ্ডার, বিজয় চক্রবর্তী, সুব্রত বিশ্বাস, সুন্দীপ ঘোষ, সোমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। ২ মার্চ বালি নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের সামনে বিশাল রাস্তার উপর গণআলপনার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী অমিতাভ ভট্টাচার্য, জয়দেব দাস ও অর্জুন মহেশ্বরী। ৩,৪, ৫ মার্চ সন্ধ্যায় এই তিনদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে প্রায় চল্লিশটি সংগঠনের বিভিন্ন সৃজনশীল শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।*



*পলাশ পার্বণ আয়োজনে দক্ষিণ পল্লি নবারুণ সংঘ, বেহালা।*




*এসআইআরের ফলে মানুষের হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাম।*

# শিলিগুড়িতে হিট অ্যান্ড রান, আহত যুবতী, চালক আটক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি:** ফের হিট অ্যান্ড রানের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি শহরে। এবার ঘটনাস্থল ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা। সেবক রোডের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা, তার মধ্যেই নতুন করে পথ দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বাসিন্দারা। গুরুতর আহত হয়েছেন অঙ্কিতা দাস নামে এক যুবতী। বুধবার আহতের ভাই অভয় দাস জানান, রাতে কাজ সেরে লেকটাউন এলাকা হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন অঙ্কিতা। সেই সময় একটি দ্রুতগতির গাড়ি আচমকা ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। রাস্তায় গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে তাঁকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং দ্রুত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার সময় পুলিশি সহায়তা মেলেনি। উল্টে



কোন থানার অধীনে মামলা হবে তা নিয়ে দুই থানার মধ্যে টালবাহানার শিকার হতে হয়েছে তাঁদের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় জড়িত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শহরে বারবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কড়া ট্রাফিক নজরদারির দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।